দৈনিক
ইনকিলাব

12 JUL 2009
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রণক্ষেত্র আহত শতাধিক

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা, ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ

টাঙ্গাইল, জেলা সংবাদদাতা

ছাত্র ও এলাকাবাসীর সংঘর্ষের কারণে গতকাল (শনিবার) টাঙ্গাইলের মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। দিনভর বিশ্ববিদ্যালয় ও সংলগ্ন এলাকায় এই সংঘর্ষে কমপক্ষে শতাধিক আহত হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনাও ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করেছে। পুলিশ, এলাকাবাসী ও ছাত্ররা জানায়, গতকাল সকাল ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন পৃঃ ১২ কঃ ২

মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্র সন্তোষ বাজারে কেনাকাটা করতে যায়। এ সময় একজন দোকানদারের সাথে তাদের কথা কাটাকাটি হয়। এ খবর শুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র বিক্ষুব্ধ হয়ে বাজারের দিকে অগ্রসর হয়। বাজারের ব্যবসায়ী ও এলাকার লোকজন সংঘবদ্ধ হয়ে ধাওয়া দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ শুরু হয়। পরবর্তীতে পুলিশ গিয়ে উভয় পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটের এলাকা এবং এলাকার লোকজন মাজার গেটের এলাকায় অবস্থান নেয়। টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মোঃ মাহবুবুর রহমান পাটওয়ারী, পুলিশ সুপার মোঃ মিজানুর রহমান, টাঙ্গাইল সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদ, টাঙ্গাইল পৌরসভার মেয়র জামিলুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। দুপুর দেড়টার দিকে ছাত্ররা আবার সংগঠিত হয়ে সন্তোষ বাজারে হামলা করতে গেলে আবার সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে উভয় পক্ষের শতাধিক আহত হয়। ছাত্ররা সন্তোষ বাজারের ২৫টি দোকান ভাংচুর করে, কয়েকটি দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। বেশ কয়েকটি দোকানে লুটপাট চালানো হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এ সময় পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট চালায়। বাজারের মহাদেব কর্মকার জানান, তার দোকান থেকে দশ ভরি স্বর্ণ লুট হয়েছে। সৈনিক স্টুডিওর মালিক আনোয়ার হোসেন জানান, তার দোকানের সব মালামাল লুট হয়ে গেছে। এদিকে ছাত্ররা অভিযোগ করে সংঘর্ষের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের এলাকায় ছাত্রদের কয়েকটি মেসে এলাকার লোকজন হামলা চালায় ও লুটপাট করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এম নুরুল ইসলাম দুপুর আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবং বিকেল ৫টার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেন। টাঙ্গাইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজ উদ্দিন সরকার জানান, বিকেলেই পুলিশ পাহারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসযোগে ছাত্র-ছাত্রীদের টাঙ্গাইল বাস টার্মিনালে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।